কালের কণ্ঠ

2 6 OCT 2013

৫

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা

বাকৃবি প্রতিনিধি ▶

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) আগামীকাল রবিবার থেকে সব ধরনের ক্লাস পরীক্ষা ও আগামী ৯ নভেম্বর ভর্তি পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সোনালী দল। বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগ নেতার হাতাহাতির ঘটনায় অভিযুক্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার, প্রক্টরের পদত্যাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান নিয়োগপ্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধে এই আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সোনালী দলের সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অবৈধ নিয়োগ বন্ধের আন্দোলন দমাতে শিক্ষকদের ওপর বহিরাগতদের লেলিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন সোনালী দলের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল হাসেম। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, প্রশাসন গত সাড়ে চার বছরের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় কোনো নিয়মকানুন না মেনে স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ ও নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক প্রভাষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নীতিমালা অনুযায়ী মোট শূন্য আসনের ১০ শতাংশ ফাঁকা রেখে নিয়োগ দিতে হয়। কিন্তু ১০ শতাংশ তো ফাঁকা নেই, বরং ইউজিসির মিথ্যা বুঝিয়ে দিয়ে প্রয়োজনের অধিক নিয়োগ দিয়েছে প্রশাসন। যে প্রক্রিয়া এখনো চলমান। বর্তমানে চলমান প্রভাষক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগপ্রক্রিয়ায়ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে প্রশাসন। ড. আবুল হাসেম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কাছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবি জানালে তিনি কিছু করতে পারবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করছি। সেই সঙ্গে অভিযুক্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অবৈধ নিয়োগপ্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছি। না হলে আগামীকাল রবিবার থেকে সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা ও আগামী ৯ নভেম্বর ভর্তি পরীক্ষা বর্জন করবে সোনালী দল।'

এ ব্যাপারে সোনালী দলের সভাপতি অধ্যাপক ড. ইদ্রিস মিয়া বলেন, সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত উপাচার্যকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করে লিখিতভাবে দাবি উপস্থাপন করা হবে। এ ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। পদত্যাগের দাবি প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. শফিকুর রহমান খান বলেন, প্রশাসনে দায়িত্বরত একজনের পদত্যাগ চাইতেই পারেন শিক্ষকরা। তবে বহিরাগতকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের দায়িত্ব, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা প্রক্টরের নয়।

এদিকে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের মোবাইল ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিএনপিপন্থী এক শিক্ষকের সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম সেলিমের মোটরসাইকেল ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন শুরু করেন বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা।